**তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর: ১৭৯৫**

**সংসদীয় কমিটিতে রাষ্ট্রদূতগণ ৩ বছরের কর্মপরিকল্পনা পেশ করবেন**

ঢাকা,৪ জ্যৈষ্ঠ( ১৮ মে):

বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনে নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতগণকে অধিকতর জবাবদিহিতার আওতায় আনতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতগণ এখন থেকে স্ব স্ব মিশনের আগামী তিন বছরের কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সামনে পেশ করবেন।

গতকাল (রোববার) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে দু’জন রাষ্ট্রদূতে জাপানের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমেদ ও রোমানিয়ার রাষ্ট্রদূত মো: দাউদ আলী তাদের  কর্মপরিকল্পনা পেশের মধ্য দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বৈঠকে প্রথমবারের মত দু’জন  রাষ্ট্রদূত বিদেশে দায়িত্বপালনকালে দেশের জন্য ও প্রবাসী বাংলদেশিদের জন্য কি কাজ করবেন এবং কি ধরনের উদ্যোগ নিবেন তা উপস্থাপন করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,গৃহিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রদূতগণের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। সংসদীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রদূতগণদের দেশের ও জনগণের উন্নয়ন কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সে বিষয়ে  উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দেন। রাষ্ট্রদূতের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে যারা কাজ করেন তাদেরকে এ ধরনের পরিকল্পনা ও জবাদিহিতার আওতায় আনার মাধ্যমে নতুন দিগন্ত উন্মেচিত হলো ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রবাসীরা যাতে বিদেশে যেন না খেয়ে থাকে সে জন্য অর্থ পাঠানো হয়েছে এবং  দুস্থ প্রবাসীদের খাদ্য সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।  প্রবাসী শ্রমিকরা চাকুরিচ্যুত হলেও যাতে কম পক্ষে ৬ মাসের বেতন ও অনুষঙ্গিক সুবিধা পায় সে জন্য দেনদরবার করা হচ্ছে। বিদেশে আটকে পড়া বাংলাদেশি ও প্রবাসীদের সার্বিক বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য সাধারণ সরকারি ছুটির মধ্যেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বদেশে এসেছিলেন বলে তার নেতৃত্বে বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশে  স্থিতিশীলতা এসেছে, বন্ধুর খুনী ও রাজাকারদের বিচার সম্ভব হয়েছে। এছাড়া গণতন্ত্র পূন:প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ ফারুক খানের সভাপতিত্বে কমিটির সদস্য পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম ছাড়াও সংসদ সদস্য মো: হাবিবে মিল্লাত, কাজী নাবিল আহমেদ এবং নাহিম রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/গিয়াস/নাসির/শফিকুল/২০২০/১৯২০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৭৯৬

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা,  ৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ১ লাখ ৬২ হাজার ৮১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৯১ কোটি ৪৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে । ‌

          রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ১ হাজার ৬০২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৩ হাজার  ৮৭০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ২১ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩৪৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৯ হাজার ৭৮৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২২ লাখ ৫১ হাজার ৩০৪টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে গতকাল পর্যন্ত  মোট বিতরণ করা হয়েছে ১৯ লাখ ১৫ হাজার ৭৭২টি এবং মজুত আছে ৩ লাখ ৩**৫** হাজার ৫৩২টি।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬১৭টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ১৬৫ জনকে।

**আশকোনা হজ ক্যাম্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ৪০০ জন এবং BRAC Learning Center এ ৬০০ জন, উত্তরা দিয়াবাড়ীতে ১২০০ জন, সাভারের BPATC তে ৩০০ জন এবং যশোর গাজীর দরগা মাদ্রাসায় ৫৫৩ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে আশকোনা হজ ক্যাম্পে মোট** ৯৭ **জন, BRAC Learning Center এ ৩ জন এবং যশোর গাজীর দরগা মাদ্রাসায়** ১৭৪ **জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ।**

#

তাসমীন/গিয়াস/নাসির/শফিকুল/২০২০/১৯১৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর ১৭৯৭

সাবেক সংসদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট জহিরুল ইসলামের মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক

ঢাকা, ৪জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা, সাবেক সংসদ সদস্য, কক্সবাজারের প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহযোদ্ধা এডভোকেট জহিরুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

এডভোকেট জহিরুল ইসলাম আজ বেলা আড়াইটার সময় চট্টগ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

তথ্যমন্ত্রী তার শোকবার্তায় প্রয়াতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, 'এডভোকেট জহিরুল ইসলাম ছিলেন একাধারে সাবেক সংসদ সদস্য, সাবেক গভর্নর, কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সহচর। তার মৃতুতে আমাদের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।'

তথ্যমন্ত্রী প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করেন ও শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

আকরাম/গিয়াস/নাসির/শফিকুল/২০২০/১৯৩০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর ১৭৯৮

**বাংলাদেশ রেলওয়ে পার্শ্বেল পরিবহণে শাক-সবজি এবং দেশীয় ফলমূলের ভাড়া  কমা‌নো হ‌চ্ছে**

ঢাকা, ৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে):

বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস এর বিস্তার প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ রেলওয়ের মালবাহী ট্রেনের পাশাপাশি কৃষকের উৎপাদিত পণ্য পরিবহণে পার্শ্বেল ট্রেন (লা‌গেজ ভ্যান ট্রেন) চলাচল করছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের উৎপাদিত শাক-সবজি,দেশীয় ফলমূল,দুধ,ডিম ইত্যাদি পণ্যের  উপর ২৫% ভাড়া ছাড় এবং সকল প্রকার সার্ভিস চার্জ প্রত্যাহার করে বিদ্যমান ভাড়া সমন্বয় করা হয়েছে যা আগামী ১৯ মে ২০২০ হতে কার্যকর হবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান পার্শ্বেল ভাড়া সমন্বয়ের ফলে কৃষি পণ্যদ্রব্য বাজারজাতের পথ সুগম হবে এবং কৃষি অর্থনীতিকে জোরদার করার পাশাপাশি রেলওয়ের রাজস্ব বৃদ্ধিতে ক্রমাগত অবদান রাখবে।

                                                                           #

শরিফুল/গিয়াস/নাসির/শফিকুল/২০২০/১৯৫৬ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর ১৭৯৯

**‘ঘূর্ণিঝড় আম্পান’**

মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে ০৭ (সাত)  এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ০৬ (ছয়) নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

ঢাকা,৪জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে)

দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ’আম্পান’ উত্তর দিকে অগ্রসর ও ঘণীভূত হয়ে বর্তমানে পশ্চিম মধ্যবঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এলাকায় (১৪.২ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬.৪ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) অবস্থান করছে। এটি আজ (১৮ মে ২০২০) বিকাল ০৩ টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ১০৭৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ১০১৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৯৮৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ৯৭০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি আরও ঘণীভূত হয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং পরবর্তীতে দিক পরিবর্তন করে উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে খুলনা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে ১৯ মে ২০২০ শেষরাত হতে ২০ মে ২০২০ বিকাল/সন্ধ্যার মধ্যে বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

 ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৮৫ কিঃ মিঃ এর মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ২১০ কিঃ মিঃ যা দমকা  অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ২২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটে সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ০৪ (চার) নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে ০৭ (সাত) নম্বর পুনঃ ০৭ (সাত) নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ০৭ নম্বর বিপদ সংকেত (পুনঃ) ০৭ নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ০৪ (চার) নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে ০৬ (ছয়) নম্বর পুনঃ ০৬ (ছয়) নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় এবং অমাবস্যার প্রভাবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৪-৫ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় অতিক্রমকালে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম জেলা সমূহ এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণসহ ঘন্টায় ১৪০-১৬০ কিঃ মিঃ বেগে দম্কা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে অতিসত্ত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

#

তাসমীন/গিয়াস/নাসির/শফিকুল/২০২০/১৮.২০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর ১৮০০

**যেকোনো ভবনে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে**

**---- এলজিআরডি মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে)

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, এডিস মশা নিধনে ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে

সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ওষুধ ছিটানো হচ্ছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তারপরও যারা এ বিষয়ে সচেতন হবেন না তাদের বিরুদ্ধে  ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকারি-বেসরকারি যেকোন ভবনে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেলে জেল-জরিমানাসহ শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আজ সচিবালয় স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ডেঙ্গু প্রতিরোধে আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্বকালে মন্ত্রী একথা বলেন। সভায় ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়রদ্বয় ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস ও মো. আতিকুল ইসলাম দায়িত্ব গ্রহণ করায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়।

মন্ত্রী বলেন, ৯৫% এডিস মশার জন্ম বাসাবাড়ি বা অফিসে। এডিস মশা নির্মূলে ব্যবস্থা নিতে ও নিয়ম মানতে জনগনকে বাধ্য করতে হবে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে এডিস মশার জন্ম হয়। এজন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাকে জরিমানা করা হবে এ বিষয়ে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ঢাকা উত্তরের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম। জবাবে মন্ত্রী বলেন, দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের জরিমানা করা হবে  বা তাদের  বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন খাল বা জলাধারগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে কি ব্যবস্থা নিয়েছে পরবর্তী সভায় তার প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। এছাড়া দুই সিটি কর্পোরেশনে পার্শ্ববর্তী দেশের কলকাতা শহরের আদলে র‌্যাপিড একশন  টিম গঠন করা হবে। এর মাধ্যমে ডেঙ্গু রোগী  পাওয়ামাত্র তার বাসস্থান ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিশেষ মশক নিধন কার্যক্রম চালানো হবে।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জুয়েনা আজিজ, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমেদ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিবসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে সদ্য দায়িত্ব গ্রহণকারি দুই মেয়র দায়িত্ব পালনে সকলের সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করেন এবং নগরপিতা হিসেবে নগরবাসীর সেবা প্রদানে সর্বাত্মক চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

#

মাহমুদুল/গিয়াস/নাসির/শফিকুল/২০২০/১৯৫৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর ১৮০১

**ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি রয়েছে  
--------ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে):

          দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি রয়েছে । ইতিমধ্যে উপকূলীয় জেলাগুলোতে ১২ হাজার ৭৮ টি সাইক্লোন শেল্টার  প্রস্তুত রাখা হয়েছে । উপকূলীয় মোট ১৯ টি জেলা খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, নোয়খালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ এবং শরীয়তপুর জেলার জন্য ৩১ হাজার মেট্রিক টন চাল, ৫০ লাখ নগদ টাকা,শিশু খাদ্য ক্রয়ের জন্য ৩১ লক্ষ টাকা, গো খাদ্যের জন্য ২৮ লক্ষ টাকা এবং শুকনো ও অন্যান্য খাবারের ৪২ হাজার প্যাকেট ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে ।

          প্রতিমন্ত্রী আজ তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি বিষয়ে সাংবাদিকদের অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন । এসময় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ কামাল উপস্থিত ছিলেন ।

        প্রতিমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় আম্পান উত্তর দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়ে বর্তমানে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছে ।  ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটে সাগর খুবই  বিক্ষুব্ধ রয়েছে । মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে ৭ নং বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে এবং উপকূলীয় জেলা সমূহ ও এর অন্তর্ভুক্ত দ্বীপসমূহ ৭ নং বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে ।

          প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাতক্ষীরা জেলার লোকজনকে ইতিমধ্যে আশ্রয়কেন্দ্রে আনা শুরু হয়েছে । আগামীকাল সকাল থেকে অন্যান্য জেলার লোকজনকে আশ্রয় কেন্দ্রে আনার কার্যক্রম শুরু হবে। আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থানকালে যাতে খাবারের অভাব না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার এবং গো-খাদ্যের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে । জেলা প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনে আরো বরাদ্দ দেয়া হবে। দুর্যোগকালীন বিদ্যুৎ না থাকলে তার বিকল্প ব্যবস্থা রাখার জন্যওনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

 এরপূর্বে প্রতিমন্ত্রী ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে  সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমুহের সিনিয়র সচিব ও সচিব এবং উপকূলীয় জেলা সমূহের জেলা প্রশাসকদের সাথে অনলাইনে সভা করেন ।

#

 সেলিম/গিয়াস/নাসির/শফিকুল/২০২০/১৯৫৮ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর ১৮০২

**ত্রাণে অনিয়মঃ আরও ৩ ইউপি সদস্য বরখাস্ত। এ নিয়ে বরখাস্ত হলো ৫৯ জনপ্রতিনিধি**

ঢাকা,৪জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে):

ত্রাণ ও চাল আত্মসাতের অভিযোগে আরও ৩ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। আজ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ সংক্রান্ত পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যরা হলেন;ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার আলিয়াবাদ ইউপি'র ৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক শেখ, ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার পলাশবাড়ী ইউপি'র ৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য কুলসুম বেগম এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার চর ইসলামপুর ইউপি'র ৪,৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য মোছা.নিলুফা খাতুন।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হবার পর এ নিয়ে মোট ৫৯ জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।  এদের মধ্যে ২০ জন ইউপি চেয়ারম্যান, ৩৬ জন ইউপি সদস্য, ১ জন জেলা পরিষদ সদস্য এবং ২ জন পৌরসভার কাউন্সিলর।

#

মাহমুদুল/গিয়াস/নাসির/শফিকুল/২০২০/১৯৫৮ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর ১৮০৩

**ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতির কোন সুযোগ নেই- তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

জামালপুর(সরিষাবাড়ি),৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে):

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান এমপি বলেছেন, বৈশ্বিক এই মহামারিতে ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতির  কোনো সুযোগ নেই। যারা এ ধরণের অপচেষ্টা করবেন তাদেরকে আইনের হাতে  ধরা পড়তে হবে। এটা শেখ হাসিনার সরকার। এটাকে অনুগ্রহ মনে করবেন না, এটা আপনাদের অধিকার, এটা ত্রাণ নয় আপনাদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার।

আজ(সোমবার) দুপুরে পৌর এলাকার শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে ৩ শতাধিক মৎসজীবি ও উপজেলার কামরাবাদ ইউনিয়নের শুয়াকৈার গ্রামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে ৫ শতাধিক দরিদ্র, অসহায় নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে এসব কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা বিশ্বে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ এবং খাদ্য মজুদ আছে। প্রতিটি ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে। করোনা সংকট যতদিন চলবে ততদিন আমরা ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে খাদ্য সহায়তা দিতে থাকবো। করোনা পরিস্থিতিতে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে অসহায়-দরিদ্র মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে জন প্রতিনিধিদের। ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি করে কেউই ছাড় পাবেন না।

#

মাহবুব/গিয়াস/নাসির/শফিকুল/২০২০/২০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর ১৮০৪

**একুশে পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মজিবর রহমান দেবদাস এর মৃত্যুতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও সচিবের শোক**

ঢাকা, ৪জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে):

একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের সাবেক অধ্যাপক মজিবর রহমান দেবদাস এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শোকবার্তায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জানান, 'বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মজিবর রহমান দেবদাস ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী একজন মানুষ। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী দ্বারা নির্মম নির্যাতনে মানসিক ভারসাম্য হারানো মহান এ মুক্তিযোদ্ধাকে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার যথাযথ সম্মান দেখিয়ে ২০১৫  সালে একুশে পদকে ভূষিত করে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান বাঙালি জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করবে।'

অন্য এক শোকবার্তায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি অধ্যাপক মজিবর রহমান দেবদাসের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক মজিবর রহমান দেবদাস (৯০) আজ ভোর ৪টায় জয়পুরহাট সদর উপজেলার ভাদসা ইউনিয়নের মহুরুল গ্রামের নিজ বাড়িতে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

#

ফয়সল/গিয়াস/নাসির/শফিকুল/২০২০/২০২০ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর ১৮০৫

**করোনা চিকিৎসা সহায়তায় দুটি মাইক্রোবাস উপহার দিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

গাজীপুর, ৪জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে):

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সহায়তায়  দুটি মাইক্রোবাস উপহার দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল এমপি।

আজ যুব  ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহ্সান রাসেল এমপি ব্যক্তিগতভাবে কোভিড -১৯ নমুনা সংগ্রহ করার জন্য একটি এবং স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ডাক্তার নার্সদের যাতায়াতের জন্য আরো একটি মাইক্রোবাস প্রদান করেন। গাজীপুর সার্কিট হাউজে জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জনের নিকট চাবি হস্তান্তর তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষ দৃশ্যমান  ছিলো তাই সবাই যুদ্ধ করতে পেরেছিলো। কিন্তু দেশে যে মহামারি দেখা দিয়েছে এটি একটি অদৃশ্য শক্তি এখানে যুদ্ধ করতে জনসচেতনতা ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী, আমাদের ডাক্তার নার্স সবাই এক সাথে কাজ করছে  এই ভাইরাস কে প্রতিহত করতে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন,  আমরা কর্মহীন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। গাজীপুরে কোভিড-১৯ এর চিকিৎসা ও নমুনা সংগ্রহে যে ডেডিকেটেড হাসপাতালে রয়েছে ইতিমধ্যেই আমরা হাসপাতলটি করোনা ট্রিটমেন্ট এর জন্য প্রস্তুত করেছি। ডাক্তার নার্স সহ হাসপাতালের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীদের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছি। কোভিড-১৯ ভাইরাসে অনেক পরিবার আজ বিপর্যস্ত আমরা যে যেখান থেকে যতটুকু পারি,আসুন আমরা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াই। সমাজের বিত্তবানদের সাধারন মানুষের পাশে দাড়ানোর আহবান জানান প্রতিমন্ত্রী।

করোনা ভাইরাসে ইতিমধ্যে গাজীপুরে খুবই ভয়ঙ্কর রুপ ধারন করেছে তাই বারবার  হাত পরিস্কার করুন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাহিরে যাবেন না। আপনি বাচুন আপনার পরিবারকে বাচান, সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশকে বাচান।

প্রতিমন্ত্রী তার নিজ জেলার বিভিন্ন স্থানে অসহায় মানুষদের মধ্যে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করেন।

#

আরিফ/গিয়াস/নাসির/শফিকুল/২০২০ ঘন্টা

**তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর: ১৭৯৫**

**সংসদীয় কমিটিতে রাষ্ট্রদূতগণ ৩ বছরের কর্মপরিকল্পনা পেশ করবেন**

ঢাকা,৪ জ্যৈষ্ঠ( ১৮ মে):

বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনে নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতগণকে অধিকতর জবাবদিহিতার আওতায় আনতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতগণ এখন থেকে স্ব স্ব মিশনের আগামী তিন বছরের কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সামনে পেশ করবেন।

গতকাল (রোববার) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে দু’জন রাষ্ট্রদূতে জাপানের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমেদ ও রোমানিয়ার রাষ্ট্রদূত মো: দাউদ আলী তাদের  কর্মপরিকল্পনা পেশের মধ্য দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বৈঠকে প্রথমবারের মত দু’জন  রাষ্ট্রদূত বিদেশে দায়িত্বপালনকালে দেশের জন্য ও প্রবাসী বাংলদেশিদের জন্য কি কাজ করবেন এবং কি ধরনের উদ্যোগ নিবেন তা উপস্থাপন করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,গৃহিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রদূতগণের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। সংসদীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রদূতগণদের দেশের ও জনগণের উন্নয়ন কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সে বিষয়ে  উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দেন। রাষ্ট্রদূতের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে যারা কাজ করেন তাদেরকে এ ধরনের পরিকল্পনা ও জবাদিহিতার আওতায় আনার মাধ্যমে নতুন দিগন্ত উন্মেচিত হলো ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রবাসীরা যাতে বিদেশে যেন না খেয়ে থাকে সে জন্য অর্থ পাঠানো হয়েছে এবং  দুস্থ প্রবাসীদের খাদ্য সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।  প্রবাসী শ্রমিকরা চাকুরিচ্যুত হলেও যাতে কম পক্ষে ৬ মাসের বেতন ও অনুষঙ্গিক সুবিধা পায় সে জন্য দেনদরবার করা হচ্ছে। বিদেশে আটকে পড়া বাংলাদেশি ও প্রবাসীদের সার্বিক বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য সাধারণ সরকারি ছুটির মধ্যেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বদেশে এসেছিলেন বলে তার নেতৃত্বে বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশে  স্থিতিশীলতা এসেছে, বন্ধুর খুনী ও রাজাকারদের বিচার সম্ভব হয়েছে। এছাড়া গণতন্ত্র পূন:প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ ফারুক খানের সভাপতিত্বে কমিটির সদস্য পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম ছাড়াও সংসদ সদস্য মো: হাবিবে মিল্লাত, কাজী নাবিল আহমেদ এবং নাহিম রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/গিয়াস/নাসির/শফিকুল/২০২০/১৯২০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ১৭৯৪

দেশের ইতিহাসে বৃহত্তম ত্রাণ কার্যক্রমের আওতায় ৭ কোটির বেশি মানুষ

**বিএনপি’র ক্রমাগত জঘন্য মিথ্যাচার ফৌজদারি অপরাধের শামিল -তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে) :

‘বিএনপি’র ক্রমাগত জঘন্য মিথ্যাচার ফৌজদারি অপরাধের শামিল’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

আজ দুপুরে সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিংয়ে বিএনপি’র সাম্প্রতিক নানা মন্তব্যের প্রতি সাংবাদিকরা তথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি একথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, ‘করোনা দুর্যোগে মানুষের জীবনরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশের ইতিহাসে বৃহত্তম ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। করোনার মধ্যে একজন মানুষও না খেয়ে মৃত্যুবরণ করেনি। ৬ কোটির বেশি মানুষ আজ সরকারের ত্রাণ ও সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায়। পাশপাশি আরো ১ কোটির বেশি মানুষকে ত্রাণ দিয়েছে আওয়ামী লীগ। ত্রাণ কার্যক্রমে মানুষ খুশি। আর বিএনপি মাঝেমধ্যে ঢাকা ও আশেপাশে কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে ফটোসেশন করে দুই-তিনশ’ মানুষেকে ত্রাণ দিতে গিয়ে বিষোদগার করছে। যারা জেগেও ঘুমায়, তাদের ঘুম ভাঙ্গানো যায় না। প্রকৃতপক্ষে সরকার যেভাবে এই পরিস্থিতিকে সামাল দিচ্ছে এতে বিএনপি প্রচন্ড হতাশ এবং সেই হতাশা থেকেই তারা এই বক্তব্যগুলো রাখছে।’

‘বিএনপি, বিশেষ করে তাদের যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী যেভাবে মিথ্যাচার করছেন, তার এই মিথ্যাচার ফৌজদারি অপরাধের শামিল’ উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, ‘তার এই মিথ্যাচার নেশা না করেও নেশাগ্রস্ত মানুষ যেভাবে নেশায় বুঁদ হয়ে বকবক করে তার এই বক্তব্যগুলো ঠিক সেই রকম। আমি আশা করবো, ক্রমাগতভাবে এই মিথ্যাচারের রাজনীতি থেকে তারা বেরিয়ে আসবেন এবং এই রমজান মাসে দয়া করে এই মিথ্যাচারটা পরিহার করবেন।’

  করোনায় বাংলাদেশ ও বিদেশের তুলনা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিশ্ব প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, করোনা ভাইরাসের এই প্রাদুর্ভাব যখন শুরু হয়, ইউরোপ-আমেরিকার সুপার মার্কেটগুলোতে তখন পণ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা সুপার মার্কেটের সামনে পণ্য কেনার জন্য লাইন ধরে দাঁড়াতে হয়েছে। বহু সুপার মার্কেটে গিয়েও কোনো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া যায়নি।’

ইউরোপ-আমেরিকায় শুরুতে মাস্কের সংকট ছিল, হোয়াইট হাউজের সামনে পিপিই’র জন্য বিক্ষোভ হয়েছে, আমেরিকার অন্যান্য জায়গাও পিপিই’র জন্য বিক্ষোভ হয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে নিত্যপণ্যের বাজারে সেই পরিস্থিতি হয়নি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, নিত্যপণ্য এবং মাস্কের কোনো ঘাটতি আমাদের দেশে হয়নি, স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ পিপিই বিতরণ করা হয়েছে এবং কয়েক লক্ষ পিপিই মজুদ আছে, জানান ড. হাছান।

ত্রাণ বিতরণ অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে হচ্ছে জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশের ইতিহাসে বৃহত্তম ত্রাণ বিতরণে সব দলের মানুষকে আনা হয়েছে। যারা অন্য দল করে তারাও আছে, যারা আওয়ামী লীগকে গালি দেয় এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিষোদগার করে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় তারাও এই ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় এসেছে। ৬৪ হাজারের বেশি স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির মধ্যে দুর্নীতিতে ৫৫ জন অভিযুক্ত যা শূন্য দশমিক শূন্য আট শতাংশ অর্থাৎ এক হাজারে এক জনও নয়। ত্রাণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির ফলেই এরা শনাক্ত হয়েছে। অন্য কেউ নয়, সরকারি প্রশাসনই তাদের শনাক্ত করেছে, সরকারের পুলিশ এবং মন্ত্রণালয়ই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।’

৫০ লাখ পরিবারকে এককালীন দুই হাজার ৫০০ টাকা নগদ পৌঁছার কার্যক্রম সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরির অবকাশ নেই উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, ‘তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তিন স্তরের তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই করে এটি সরাসরি গ্রহীতার কাছে যাচ্ছে, কোনো মাধ্যমে না। জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা ভোটার আইডি নম্বর, নাম, ঠিকানা, পিতার নাম ও মোবাইল নাম্বার না মিললে যাচ্ছে না। কেউ তালিকা দিলেই পাবেন, তা নয়, পর্যাপ্ত যাচাই-বাছাই করেই দেয়া হচ্ছে।’

#

আকরাম/আসলাম/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ১৭৯৩

**মুজিববর্ষেই ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ**

**- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, শতভাগ বিদ্যুতায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করে মুজিববর্ষেই ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে দেয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ তাঁর বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি ও পাওয়ার সেলের সাথে চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে পর্যালোচনা সভায় এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আসন্ন ঘুর্ণিঝড় আম্পান মোকাবেলায় আমাদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থাকতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম দ্রুততার সাথে করে তাৎক্ষণিকভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি ‘আম্পান’ পরিস্থিতি সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে নির্দেশ দেন।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আঠার জন করোনায় আক্রান্ত উল্লেখ করে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলেন, অফিসসমূহ সর্বদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাতে হবে। সতর্কতার কোন ঘাটতি থাকা যাবে না। কোভিড-১৯ নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত গাইড লাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

আলোচনাকালে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি ও পাওয়ার সেল তাদের কার্যক্রম ও চলমান প্রকল্পের অবস্থা তুলে ধরেন।

ভার্চুয়াল সভায় অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব ডঃ সুলতান আহমেদ, আরইবির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ), পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম কিবরিয়া অংশগ্রহণ করেন।

#

আসলাম/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ১৭৯২

**সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের জন্য ২৩ হাজার মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ**

ঢাকা, ৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে) :

মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের সামুদ্রিক জলসীমায় ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালে জেলেদের জন্য ২৩ হাজার ৪৯৬ দশমিক ৯৮ মেট্রিক টন ভিজিএফ চালবরাদ্দ করেছে সরকার। সমুদ্র উপকূলীয় ১২টি জেলার ৪৪টি উপজেলা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর চার লক্ষ ১৯ হাজার পাঁচ শত ৮৯টি জেলে পরিবারের জন্য এ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায় সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বিরত থাকা নিবন্ধিত কার্ডধারী প্রতিটি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে ২০ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ৫৬ কেজি চাল প্রথম কিস্তিতে প্রদান করা হবে।

গতকাল সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে এ সংক্রান্ত মঞ্জুরী আদেশ জারী করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। ভিজিএফ চাল ১৫ জুন তারিখের মধ্যে উত্তোলন ও সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কার্ডধারী এবং সমুদ্রগামী জেলে ব্যতীত এ ভিজিএফ প্রদান করা যাবে না বলে বরাদ্দ আদেশে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বরাদ্দপ্রাপ্ত উপজেলাগুলো হলো খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা, দাকোপ, পাইকগাছা, কয়রা ও রূপসা, বাগেরহাট জেলার মোংলা, মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা, সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও শ্যামনগর, চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী, আনোয়ারা, মিরসরাই, সন্দ্বীপ, কর্ণফুলী, সীতাকুন্ড ও চট্টগ্রাম মহানগরী, কক্সবাজার জেলার সদর, চকরিয়া, মহেশখালী, উখিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, টেকনাফ ও রামু, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া, ফেনী জেলার সোনাগাজী, লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি, বরগুনা জেলার সদর, পাথরঘাটা, আমতলী ও তালতলী, পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া, পটুয়াখালী জেলার সদর, কলাপাড়া, বাউফল, গলাচিপা, রাঙ্গাবালি ও দশমিনা এবং ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, দৌলতখান, লালমোহন, তজুমুদ্দিন ও মনপুরা।

উল্লেখ্য, মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ২০১৫ সাল থেকে প্রতিবছর ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫দিন বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক চিংড়ি, লবস্টার, কাটল ফিস জাতীয় মৎস্যসহ সকল প্রজাতির মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

#

ইফতেখার/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ১৭৯১

**অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ আনন্দ ভাগ করে নেবার আহবান শিল্প প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে) :

অসহায় মানুষদের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্য বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, ঈদ উপলক্ষে গরীব অসহায়দের সহযোগিতা করার জন্য পবিত্র কোরআন ও হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুঃস্থ মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ালে ঈদের আনন্দ পূর্ণতা পায়।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর মিরপুরে হাজী আলী হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দুস্থ ও গরীবদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণকালে এই আহ্বান জানান। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার সবসময় জনগণের পাশে আছে। করোনার চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় মানুষদের খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য দেশজুড়ে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্মহীন দরিদ্র মানুষের হাতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সাহায্যে সরাসরি নগদ সহায়তা পৌঁছে দিয়েছেন। এই সংকটকালে ৫০ লাখ দরিদ্র পরিবারের প্রত্যেক পরিবার নগদ আড়াই হাজার টাকা হাতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত।

অনুষ্ঠানে শিল্প প্রতিমন্ত্রী করোনায় কর্মহীন মানুষদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখা এবং ঈদে নিজেদের জন্য কেনাকাটা না করে গরীব অসহায়দের কল্যাণে খরচ করার জন্য স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন তার নির্বাচনী এলাকার কর্মহীন মানুষদের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে খাদ্য ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী।

করোনা সংকটকালে আজ তিনি তার ব্যক্তিগত পক্ষ হতে মিরপুরের দুঃস্থ-গরীব-অসহায় আড়াই হাজার পরিবারের মাঝে ঈদের উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন। উপহার হিসেবে প্রত্যেক পরিবারকে চাল, ডাল, আটা, আলু, সেমাই, চিনি, শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার ঢাকার মিরপুরে তার নির্বাচনী এলাকায় করোনার প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া ১০ হাজার পরিবারের মাঝে ৪ দফায় ১০ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল, ২ কেজি আলু, ১টি সাবান ও ১টি হ্যান্ড স্যনিটাইজার বিতরণ করেন। ঈদ পূব পর্যন্ত এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

পরে, তিনি মিরপুর ১৩ নম্বর এলাকায় জীবাণুনাশক পানি ছিটানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

#

মাসুম/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ১৭৯০

স্বাস্থ্য অধিদফতরের কারিগরি নির্দেশনা

**করোনা মোকাবিলায় নিরপত্তা কর্মীদের করণীয়**

ঢাকা, ৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে) :

স্বাস্থ্য অধিদফতরের সমন্বিত কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র 'কোভিড-১৯ এর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কারিগরি নির্দেশনা' প্রণয়ন করেছে। এই নির্দেশনায় বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে নিরপত্তা কর্মীদের জন্য পালনীয় কারিগরি নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ :

* কর্মক্ষেত্রে মাস্ক পরিধান করা এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।
* প্রতিদিন নিজেরাই নিজেদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করুন এবং যথাযথভাবে সংস্থাকে রিপোর্ট করুন। যদি কারো মধ্যে সন্দেহজনক কোনো লক্ষণ থাকে, তৎক্ষণাত সংস্থাকে জানান এবং তাকে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার উপদেশ দিন।
* ডিউটি রুম ও আস্তানা পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখুন এবং প্রয়োজনে জীবাণুনাশক ব্যবহার করুন।
* কর্মস্থলে হাত জীবাণুমুক্ত রাখার বিধিমালা মেনে চলুন।
* কর্মস্থলের পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নত রাখুন; নিয়মিত সাবান পানি দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করুন।
* যেসব নিরাপত্তা কর্মীরা বাহ্যিক মানুষের তাপমাত্রা মাপা ও রেকর্ড রাখার কাজে জড়িত, নূন্যতম   
  ১ মিটার বা তার বেশি দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করুন।
* কাজের সময় যদি কোনো কোভিড-১৯ আক্রান্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তি পাওয়া যায়, তৎক্ষণাত মালিক প্রতিনিধিকে অবগত করুন এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক শিষ্টাচার গ্রহণ করুন।
* নিরাপত্তা কর্মী যারা মেডিকেল বা কোয়ারিন্টাইন ক্ষেত্রে দায়িত্বরত, তারা অবশ্যই নির্দেশ অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা নীতিমালা মেনে চলুন।
* যথাসম্ভব জনসমাগম এড়িয়ে চলুন এবং দলবদ্ধভাবে আড্ডা দেওয়া থেকে বিরুত থাকুন।

#

পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ১৭৮৯

স্বাস্থ্য অধিদফতরের কারিগরি নির্দেশনা

**করোনা মোকাবিলায় গাড়ি চালকদের করণীয়**

ঢাকা, ৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে) :

স্বাস্থ্য অধিদফতরের সমন্বিত কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র 'কোভিড-১৯ এর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কারিগরি নির্দেশনা' প্রণয়ন করেছে। এই নির্দেশনায় বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে গাড়ি চালকদের জন্য পালনীয় কারিগরি নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ :

* ড্রাইভারদের অবশ্যই লাইন্সেস নিয়ে কাজে যেতে হবে এবং তাদের নিজের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
* যাত্রী পরিবহনের আগে গাড়ির অভ্যন্তরীণ সবকিছুই (দরজার হাতল, হ্যান্ডেল, স্টিয়ারিং হুইল) প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
* ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্বোচ্চ নজর দিতে হবে। হাঁচি বা কাঁশির সময় নাক ও মুখ টিস্যু বা কনুই দিয়ে ঢেকে নিতে হবে।
* হাত সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সাবান পানি অথবা জীবাণুনাশক দিয়ে বারবার হাত পরিষ্কার করতে হবে।
* গাড়ি চালানোর সময়ে গ্লাভস, মাস্ক পরিধান করতে হবে। প্রয়োজনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করবেন। সংক্রমণ কমাতে ও নিরাপদ দুরত্ব নিশ্চিত করতে যাত্রীদেরও এ ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে।
* ড্রাইভাররা গাড়ি চালানোর বিরতিতে বা বিশ্রামের মাঝে একত্রিত না হয়ে যথাসম্ভব নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল ও যোগাযোগ করতে হবে। কেউ অসুস্থ হলে তাকে কাজে যেতে নিষেধ করতে হবে।
* সন্দেহজনক রোগীকে পরিবহন করার পর সম্পূর্ণ গাড়িকে (সিট, স্টিয়ারিং, হাতল, জানালা) জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
* নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি সদা সচেতন থাকতে হবে এবং সন্দেহজনক উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
* বিশ্রাম ও খাবার খাওয়ার জন্য খোলা জায়গা বেছে নিতে হবে অথবা গাড়িতেই খাবার গ্রহণ করতে হবে।
* যেকোন লোকসমাগম বা ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা এড়িয়ে চলতে হবে।

#

পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ১৭৮৮

ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’

**সমুদ্রবন্দরে চার নম্বর সতর্ক সংকেত**

ঢাকা, ৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে) :

দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে বতর্মানে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আজ দুপুর ১২ টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে এক হাজার ১৫০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ৯০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, মংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ৭০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ১ হাজার ৫০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি আরও ঘণীভূত হয়ে উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং পরবর্তীতে দিক পরিবর্তন করে উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগস্রর হয়ে খুলনা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে ১৯ মে শেষরাত হতে ২০ মে বিকাল অথবা সন্ধ্যার মধ্যে বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৮৫ কিঃ মিঃ এর মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ২১০ কিঃ মিঃ যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ২২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটে সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ৪ (চার) নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে যাতে স্বল্প সময়ের নোটিশে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে। সেই সাথে তাদেরকে গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হয়েছে।

#

তাসমীন/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ১৭৮৭

করোনা সংকটে সরকারি সহায়তা

**চাল পেয়েছেন পাঁচ কোটি, নগদ অর্থ তিন কোটি মানুষ**

ঢাকা, ৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে) :

করোনা ভাইরাসের মতো দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার। এ পর্যন্ত সারা দেশে এক কোটিরও বেশি পরিবারের পাঁচ কোটি মানুষকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে সরকার। নগদ টাকা সাহায্য পেয়েছেন তিন কোটি তিন লাখ ৩৮ হাজার ব্যক্তি।

৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গতকাল পর্যন্ত সারা দেশে জিআর চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লাখ ৬৩ হাজার এক মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা এক কোটি ১৪ লাখ। উপকারভোগী লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি এক লাখ ৪৩ হাজার।

নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৯১ কোটির বেশি টাকা। বিতরণ করা হয়েছে ৫৮ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। ৬৮ লাখ ৬৯ হাজার পরিবারের কাছে এ টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ ১৯ কোটি ১৪ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে   
১৪ কোটি ৬৯ লাখ ২১ হাজার ৯৮৮ টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা চার লাখ ৬২ হাজার ২৩৮ এবং লোক সংখ্যা ১০ লাখ ১৩ হাজার ১৪৪।

#

সেলিম/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা